তপন সিংহ-র
আঁধার পেরিয়ে

কমল মুখার্জির সৌজন্যে

সত্যসুধা প্রোডাকসন্সের নিবেদন

আঁধার পেরিয়ে

পরিচালনা • চিত্রনাট্য • সংলাপ ও সঙ্গীত

তপন সিংহ

প্রযোজনা : অজয়কুমার দত্ত ও আশীষ চক্রবর্ত্তী

কাহিনী : ··· চিত্তরঞ্জন মাইতি

সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা :
··· আলোকনাথ দে

চিত্র শিল্পী : ··· বিমল মুখোপাধ্যায়

শব্দ-যন্ত্রী : ···· অতুল চট্টোপাধ্যায়
(অন্তঃদৃশ্যে), দেবেশ ঘোষ (বহিঃদৃশ্যে)

শিল্প নির্দেশনা : ··· সুধী চ্যাটার্জি

সম্পাদনা : ···· সুবোধ রায়

সহযোগী সম্পাদক : ···· নিমাই রায়

সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা :
···· সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

কর্ম সচিব : ··· রতন চক্রবর্ত্তী

ব্যবস্থাপনা : ···· শান্তি শেখর চৌধুরী

স্থির চিত্র : ··· ক্যাপ্‌স

রূপ সজ্জা : ··· শক্তি সেন

পরিচয় লিপি : ··· নিতাই বসু

সাজ-সজ্জা : বিশ্বনাথ দাস, শ্যাম কুণ্ডু

মঞ্চ নির্মাণ : ··· ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

প্রচার শিল্পী : ··· পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

প্রচার সচিব : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

• গান •

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দীপ নিবে গেছে মম'

ডি, এল, রায়ের 'আমি সারা সকালটি বসে'

তপন সিংহের 'উদাসী বন্ধু জাগো'

• কণ্ঠ সঙ্গীতে •

অরুন্ধতী দেবী, ময়ূখ ঘোষ ও শ্রীমতী গীতা মাইতি

• সহকারী বৃন্দ •

পরিচালনায় : বলাই সেন, বিবেক বসু ও অমিতাভ দাশগুপ্ত • চিত্রশিল্পে : ঝিণ্টু, দত্ত ও বীরেন মুখার্জী
শব্দযন্ত্রে : রথীন ঘোষ ও হিমাংশু দাস • শিল্প নির্দেশে : রাম নিবাস ভট্টাচার্য্য • রূপ সজ্জায় : সুভাষ সেন • সঙ্গীত গ্রহণে ও শব্দপুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই • ব্যবস্থাপনায় : বনমালী পাণ্ডে, গৌর দাস, টোপ বাহাদুর • আলোক সম্পাতে : নিমাই পাল, শৈলেন দত্ত, গুণনিধি লস্কা, হরিপদ হাইত, জগু সিং, নব বারিক, ভানু বারিক।

•

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড্

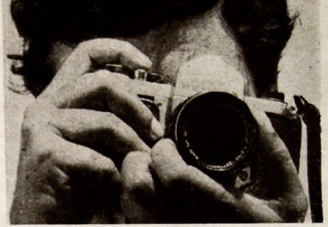

কাহিনী শুরু

'স্বদেশ' পত্রিকার প্রেস-ফটোগ্রাফিই যার পেশা, সেই শান্তনুর নেশা বলতে ছিলো অবসর পেলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া এবং ফুল, পাখী, গাছপালা, বাউল, আরও কতো কিছুর ছবি ক্যামেরার ফিল্‌ম-এ ধরে রাখা।

অন্যমনস্ক শান্তনু একদিন কলকাতার ময়দানে ঘোরা-ফেরার সময় দেখল, দূরে একটি মেয়ে একা বসে। শুধু তার উদাস নয়নের বিশেষটুকু ধরে রাখবার জন্যই ক্যামেরায় 'টেলি লেন্স' লাগিয়ে সে ছবি তুলে রাখল তার।

সেদিন কিন্তু শান্তনু মোটেই ভাবেনি, তার পত্রিকার অফিসেই আবার

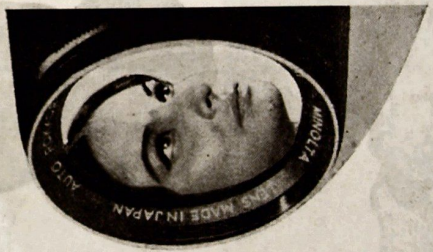

দেখা হবে, ছবির সেই মেয়েটির সঙ্গে। বেকার 'এয়ার-হোস্টেস্' কাজলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো তার, সাংবাদিক বন্ধু কিশোর বাবুর মাধ্যমে। পরিচয় আরো দানা বাঁধল নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার ভিতর দিয়ে,—বিশেষ করে পাড়ার এক পাগলা বৃদ্ধ প্রফেসরের এক মারাত্মক পাগলামীর সূত্র ধরে।

এরপরে শান্তনু আর কাজলের মধ্যে আরো দেখা সাক্ষাৎ, যার ফলশ্রুতি আত্মীয়-স্বজনহীন দুটি জীবনকে পরস্পরের সহানুভূতি ও ভালোবাসার পর্যায়ে দিল

পৌঁছে। তারপরে বন্ধু-বান্ধবদের, বিশেষ করে, তার পত্রিকার সম্পাদক জয়ন্তবাবুর অন্তরঙ্গ সহযোগিতায় এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল তাদের।

ওদের দাম্পত্য জীবনের নিটোল ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় দিনগুলো ছিলো দুর্যোগ রাত্রির পূর্বাভাসমাত্র। পাড়ার সেই পাগলা প্রফেসরের পাগলামীটা বেড়ে যাওয়ায় তার অসহায় একমাত্র কন্যাটির একান্ত অনুরোধে ভদ্রলোককে পৌঁছে দিতে শান্তনুকে রওনা হতে হলো রাঁচী। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাত্রা পথে এক বেদনাময় ঘটনার ভিতর দিয়ে, মৃত্যু হয় বৃদ্ধ প্রফেসরের। ফলে শান্তনুর ঘরে ফেরার সময়টাও হয় বিলম্বিত।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে আসে শান্তনু, কিন্তু সেখানে তখন ঘটে গেছে এক অনিবার্য ঘটনা। যে দুটি তৃষিত নয়ন শান্তনুর ঘরে ফেরার পথ চেয়ে ছিল উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমান কাজলের সেই চোখ দু'টি নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছে পৃথিবীর রূপমধুর সবটুকু আলো—চিরতরে। চোখের বড় ডাক্তারও দিলেন জবাব।

অনাবিল সুখের মাঝে অকল্পনীয় দুর্ভাগ্য কাজল-শান্তনুর জীবন বাঁক নিল অন্য দিকে। রূপ-রস-গন্ধহীন ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে মেনে নিল শান্তনু। কিন্তু কাজলের মনে শুরু হলো সমাধানহীন দ্বন্দ। যাকে সে ভালবাসার স্বর্গরাজ্যে করে ছিল প্রতিষ্ঠিত, এখন কি তাকে সে দীর্ঘ জীবনভর বেঁধে রাখবে এক প্রতিকারহীন দৃষ্টিহীনতা দিয়ে? কাজলের মনে চলে অশেষ দ্বন্দ, খোঁজে মুক্তির পথ। স্বাবলম্বী হবার আশায় সে ভর্তি হয় ব্রাইণ্ড-স্কুলে।

স্বাদহীন জীবন দুটিকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অবিরাম চেষ্টা চলে শান্তনুর। একঘেঁয়েমী কাটাতে কাজলকে নিয়ে বেড়াতে যায় তুষারের হাতছানী-মাখা হিমালয়ের কোলে, সুদূর মানালীতে। পথে ওদের সঙ্গে আলাপ হয় সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাগত আর্টস্-এর ছাত্রী স্বাতী এবং কলকাতা-পলাতক এডভেঞ্চার-লোভী চারটি ছেলের সঙ্গে। মানালীতে কাজল-শান্তনু ও স্বাতী একই 'রেস্ট-হাউস্'-এ আশ্রয় নেয়, ছেলেরা নেয় অন্যত্র।

তরুণী স্বাতীর সব ব্যাপারেই সমান উৎসাহ। তার প্রাণ-প্রাচুর্য্যের অসীম ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতা বিস্ময় জাগায় শান্তনুর চোখে। সেই উজ্জ্বলতা বুঝিবা স্পর্শ করে যায় কাজলের ক্ষুব্ধ হৃদয়কে।

এডভেঞ্চার—লোভী ছেলেরা শান্তনুকে ধরে বসে

বরফের রাজ্য রোটাং-পাস্-এ বেড়াতে যেতে। দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত তার অন্তর্দৃষ্টি ফিরে তাকায় কাজলের দিকে, স্বাতীর দিকে। শুরু হয় আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। তার সেই বিমূর্ত ভাবনার ছোঁয়া বুঝি লাগে দৃষ্টিহীনের অন্তরেও।

কাজলের বিশেষ জেদা-জেদী ও একগুঁয়েমীর জন্যই শেষ পর্য্যন্ত তাকে 'রেস্ট-হাউসে' একা রেখেই স্বাতীকে নিয়ে শান্তনু সঙ্গী হয় ছেলেদের, রোটাং-পাশের অভিযানে।

এমনি করেই কি দুর্বিসহ জীবন হতে কাজল মুক্তি দিতে চায় শান্তনুকে? তবে কেন অন্তর্বেদনা, কেন কামনার দীর্ঘশ্বাস? ···কেন অনাগত বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠা? ····তবে কেন অঝোর ধারায় অশ্রুজল?·····

····এ দুর্বিসহ জীবনের আঁধারের দ্বন্দের কে দেবে উত্তর?

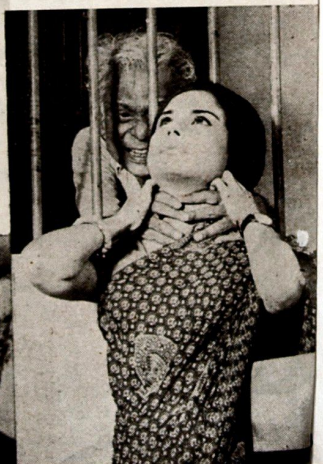

সঙ্গীত

(এক)

আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি
আমি সরাব বলিয়া তোমার গলায় মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর
শুধু বকুলের তলে বসিয়া বিরলে মালাটি আমার গেঁথেছি।।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ, আছে নীতি কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে
আছে সবার উপরে মাখা তায় তব মধুময় হাসি গো
ধর গলে ফুল হার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি।।

কথা : ডি এল রায়
কণ্ঠ : শ্রীমতী গীতা মাইতি

(দুই)

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেওনা গো ফিরে।।
এ পথে যখন যাবে আঁধার চিনিতে পাবে
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে।।
আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখি পাতে
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে।।

কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কণ্ঠ : শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী

(তিন)

উদাসী বন্ধু জাগো
কোন অন্ধকার রাতে
কোন বন্ধ দ্বার হতে

হে উদাসী বন্ধু জাগো।
আঁধার পেরিয়ে চলা
না বলা কথার মালা
বেলা শেষের সুরে
পরাবো তোমার গলে
আঁধার পেরিয়ে চলা।।

নীরব নিবিড় রাতে
কোন্ পাখী জাগানো প্রাতে
আমি গিয়েছি রিক্ত হাতে।।
চলতে গেলে বাজে
আনমনা কোন সাঁঝে
আলো ছায়ার তলে
ঐ সন্ধ্যা তারার কোলে
আঁধার পেরিয়ে চলা।।

কথা : তপন সিংহ
কণ্ঠ : মঞ্জুশ ঘোষ

সত্যসুধা প্রোডাক্‌সন্সের নিবেদন

আঁধার পেরিয়ে

পরিচালনা • চিত্রনাট্য • সংলাপ ও সঙ্গীত

তপন সিংহ

—ঃ অভিনয়ে :—

মাধবী চক্রবর্ত্তী, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, সুমিত্রা মুখার্জি

সুব্রতা চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, অনিল চ্যাটার্জি

নির্মলকুমার, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জি, প্রেমাংশু বসু

রুনু মিত্র, অঞ্জলি আচার্য্য, শিবশঙ্কর ব্যানার্জী, অলক রায় চৌধুরী, সত্য মজুমদার, শিবনাথ ব্যানার্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, জি. মালাকার, অজয় ব্যানার্জী, পরিতোষ চৌধুরী, শান্তিময় চ্যাটার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, ব্রজেন বিশ্বাস (ব্রজতরঙ্গ) ও আরও অনেকে

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

এইচ. এম. শা, সুকুমার রায়, ডা: ডি. কে. মুখার্জি, শ্রীনলিনী বাগ্‌চী, শ্রীশচীরাণী বাগচী, শ্রীপাঁচুগোপাল সরকার (মানালী), সোমবাবু (ঘাটশিলা), দি লাইট হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড, ফ্রেঞ্চ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্, চন্দ্রকুমার ষ্টোর্স, হিলটপ গেষ্ট হাউস (মানালী), হিমাচল প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট, ষ্টুডিও এল্‌মার (নিউ আলিপুর), মডার্ণ ফার্ণিচার্স

•

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এর

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

•

গৌর মুখার্জির তত্ত্বাবধানে

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে

এবং

মিঃ মুলের তত্ত্বাবধানে

বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে রঙীন চিত্রে পরিস্ফুটিত

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলঙ্করণ : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য • মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩